কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সিআরআর ১০২২

সঙ্গে

২০২৩-এর সিআরএএন ১

রৌনক চৌধুরী ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য : শ্রী পবন কুমার গুপ্ত,

শ্রী রাজ শর্মা,

শ্রীমতী সোফিয়া নেসার।

রাজ্যের জন্য : শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতা।

বিরোধী দলের জন্য নং ২,৩ ও ৪ : শ্রীমতী চাঁদনি শর্মা,

শ্রী শান্তনু সেট।

শুনানির সমাপ্তি : ২৮.০৮.২০২৩

বিচার : ২১.০৯.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :-

১. বর্তমান সংশোধনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩৪১/৩২৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ এর অধীনে ২০১৭ সালের ০৭.০৯.২০১৭ তারিখের বড়বাজার থানার মামলা নং ৩৬২ এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা পছন্দ করা হয়েছে এবং বড়বাজার থানার চার্জশিট নং ২৯৫ ২০১৭ সালের ৩১.১০.২০১৭ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৪১/৩২৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে এখন জিআর মামলা নং ১৫৫৪ হিসাবে মুলতুবি রয়েছে বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ তম আদালত, কলকাতার সামনে।

২. আবেদনকারীদের মামলাটি হল যে আবেদনকারীদের উপরের উল্লিখিত পুলিশ মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে যেখানে বলা হয়েছে যে অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা পূর্বের বিদ্বেষ এবং একে অপরের সম্মতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলভাবে বিপরীত পক্ষ নং ২,৩ এবং ৪-কে আটক করেছে এবং চড় ও মুষ্ঠির মাধ্যমে তাদের লাঞ্ছিত করেছে। আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে দোকানের পণ্যগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

৩. উপরোক্ত লিখিত অভিযোগটিকে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৪/৩২৩ ৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২০১৭ সালের বারাবাজার থানা চার্জশিট নং ২৯৫, তারিখ ৩১.১০.২০১৭-এর মাধ্যমে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।

৪. জি.আর. মামলা নং ১৫৫৪, ২০১৭, বড়বাজার থানা থেকে উদ্ভূত মামলা নং ৩৬২, ২০১৭, তারিখ ৭.০৯.২০১৭, ধারা অনুসারে

১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৩২৪/৪২৭/৫০৬/৩৪ মামলাটি এখন কলকাতার ১৬তম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন।

৫. এটি বলা হয়েছে যে এই কার্যধারার বিরোধটি একটি ব্যক্তিগত বিরোধ হওয়ায় বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের হস্তক্ষেপের পরে পক্ষ/আবেদনকারীদের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৬. ২০২৩ সালের সিআরএএন ১ দাখিল করা হয়েছে, এটি সমঝোতার একটি যৌথ আবেদন।

৭. উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে, এটি জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীরা নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন যা গত ৬ বছর ধরে বিচারাধীন এবং এখন উভয় পক্ষই বিচারিক আদালতের সামনে বিচারাধীন কার্যধারা চালিয়ে যেতে রাজি নয়।

৮. আবেদনকারীরা বলেন যে, এই ধরনের তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রত্যর্থী/অভিযোগ/আবেদনকারী নং ২-এর কোনও আপত্তি নেই যদি এই মাননীয়া আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিতর্কিত কার্যধারা বাতিল করে দেয়।

৯. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারা ব্যতীত সমস্ত ধারা যৌক্তিক।

১০. মামলার অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল যে অভিযুক্তের কাছ থেকে আবেদনকারীকে একটি পরিমাণ বকেয়া রয়েছে যার একটি অংশ প্রদান করা হয়েছে।

১১. কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারার অধীনে একটি অপরাধ গঠনের উপাদানগুলি এমনকি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত রয়েছে তা দেখানোর জন্য রেকর্ডে কোনও প্রাথমিক দ্রষ্টব্য সামগ্রী নেই।

১২. **প্রভাত চন্দ্র মোহান্তি বনাম উড়িষ্যা রাজ্যে, ২০২১ সালের ১২৫ নম্বর ফৌজদারি আপিল, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ**, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ -

"২৬. এখন, আমরা সেই দাবীর দিকে আসি, যা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা অনেক চাপ দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ধারা ৩২৪ আইপিসির অধীনে অপরাধের সংমিশ্রণ। ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২০ ধারায় অপরাধের সংমিশ্রণের বিধান রয়েছে। ধারা ৩২০-এর উপ-ধারা (১) এ একটি সারণি রয়েছে যা সারণির তৃতীয় কলামে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংমিশ্রণ করা যেতে পারে যেখানে ধারা ৩২০-এর উপ-ধারা (২) এ বলা হয়েছে: -

"৩২০ (২) পরবর্তী সারণির প্রথম দুটি কলামে নির্দিষ্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি, আদালতের অনুমতি নিয়ে, যার সামনে এই ধরনের অপরাধের জন্য কোনও মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সেই সারণির তৃতীয় কলামে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা চক্রবৃদ্ধি করা যেতে পারে।"

২৭। ৩২০ ধারার উপ-ধারা (৫) নিম্নরূপ বিধান করেঃ-

"৩২০ (৫) - যখন অভিযুক্ত বিচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় বা যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং আপিল বিচারাধীন থাকে, তখন অপরাধের জন্য কোনও গঠন অনুমোদিত হবে না সেই আদালতের অনুমতি ছাড়া যেখানে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বা, ক্ষেত্রমত, যার সামনে আপিলের শুনানি হবে।"

২৮. বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৪ এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ দ্বারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৪ এর অধীনে অপরাধকে অ-যৌক্তিক অপরাধ করা হয়েছে। উপরোক্ত সংশোধনীর আগে, ধারা ৩২৪ এর অধীনে অপরাধ যৌক্তিক ছিল....."

১৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"৩২৪. বিপজ্জনক অস্ত্র বা উপায় দ্বারা স্বেচ্ছায় আঘাত করা–যে কেউ, ধারা ৩৩৪ দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যতীত, গুলি, ছুরিকাঘাত বা কাটার জন্য যে কোনও যন্ত্রের মাধ্যমে, অথবা অপরাধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনও যন্ত্রের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটাতে পারে, অথবা আগুন বা উত্তপ্ত পদার্থের মাধ্যমে, অথবা কোনও বিষ বা কোনও ক্ষয়কারী পদার্থের মাধ্যমে, অথবা কোনও বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে বা কোনও উপায়ে স্বেচ্ছায় আঘাত করে

পদার্থের মাধ্যমে, বা কোন বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে বা এমন কোন পদার্থের মাধ্যমে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক তা ঢোকানো, গিলে ফেলা বা রক্তে প্রবেশ করা , অথবা কোনো প্রাণীর মাধ্যমে, তিন বছর পর্যন্ত বিস্তৃত মেয়াদের জন্য যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

অপরাধের উপাদান- ধারা ৩২৪ এর অধীনে অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপ: -

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভুক্তভোগীকে শারীরিক ব্যথা, রোগ বা দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে;

(২) অভিযুক্তকে অবশ্যই এই জ্ঞানের সাথে একটি কাজ করতে হবে যে এর ফলে সে ভুক্তভোগীকে আঘাত বা গুরুতর আঘাত করতে পারে।

(৩) এর কারণ ছিল-

(ক) যে কোনও শ্যুটিং যন্ত্র দ্বারা; অথবা

(ক) যে কোনও ছুরিকাঘাতকারী যন্ত্র দ্বারা; অথবা

(গ) যে কোনও কাটার যন্ত্র দ্বারা; অথবা

(ঘ) যে কোনও যন্ত্র দ্বারা, যদি অপরাধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে মৃত্যুর কারণ হতে পারে; অথবা

(ঙ) কোন বিষের মাধ্যমে; অথবা

(চ) কোন ক্ষয়কারী পদার্থের মাধ্যমে; অথবা

(ছ) কোন বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে; অথবা

(য) যে কোনও প্রাণীর মাধ্যমে।

১৪. বর্তমান ক্ষেত্রে, কেস ডায়েরিতে মেডিকেল রিপোর্ট এবং অভিযোগের প্রকৃতি ৩২৪ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার অধীনে মামলা করে না কারণ উল্লিখিত রিপোর্ট এবং কেস ডায়েরিতে উপাদানগুলির কোনওটিই নেই।

১৫. সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ (২০১২) সুপ্রিম কোর্টের ১০টি মামলা, ৩০৩, জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য, রায়ের ৬১ অনুচ্ছেদে তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার বিষয়ে অবস্থানটি সাফ করে দিয়েছে, যা এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

> "উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে অবস্থানটি উঠে আসে তা সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারে: ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা

এর অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ, কোডের ৩২০ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য ফৌজদারি আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন। অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কোনও আইনগত সীমাবদ্ধতা নেই, তবে এই ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশিকা অনুসারে এটি প্রয়োগ করতে হবে যেমন: (i) ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করা, অথবা (ii) কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা। অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকলে কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোনও বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না। তবে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে, হাইকোর্টকে অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। মানসিক অবক্ষয়ের জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধ বা খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ যথাযথভাবে বাতিল করা যাবে না যদিও ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার এবং অপরাধী বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধ বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সেই ক্ষমতায় কর্মরত অবস্থায় সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে যে কোনও আপস এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। তবে যেসব ফৌজদারি মামলার প্রধানত এবং প্রধানত দেওয়ানি স্বাদ রয়েছে সেগুলি বাতিলের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা যেমন লেনদেন বা যৌতুক সম্পর্কিত বিবাহ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত অপরাধ বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই বিভাগের মামলায়, হাইকোর্ট যদি অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার কারণে দণ্ডপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং ম্লান করে দেয় এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে চরম নিপীড়নের শিকার করে এবং ভুক্তভোগীর সাথে সম্পূর্ণ মীমাংসা এবং আপস সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করলে তার প্রতি পক্ষপাত এবং চরম অবিচার সৃষ্টি হবে, তাহলে ফৌজদারি মামলা বাতিল করতে পারে। অন্য কথায়, উচ্চ আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে এটি অন্যায্য হবে কিনা

ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে বা ভুক্তভোগীর মধ্যে মীমাংসা এবং সমঝোতা সত্ত্বেও ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইনের অপব্যবহারের সমান হবে এবং অন্যায়কারী এবং ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করতে হবে কিনা, এটি উপযুক্ত যে ফৌজদারি মামলার অবসান ঘটানো হয় এবং যদি উপরের প্রশ্নের (গুলি) উত্তর ইতিবাচক হয়, তাহলে হাইকোর্ট এখতিয়ারের মধ্যে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা তার ভাল হবে।"

১৬. অনিতা মারিয়া ডায়াস ও আরেকজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও আন্যান্যরা (২০১৮) ৩ এস. সি. সি ২৯০

আদালত বলেছেঃ-

(ক) যে অপরাধগুলি সিডব্লিউওয়িল চরিত্রের প্রধান, পক্ষগুলি যখন তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে তখন বাণিজ্যিক লেনদেন বাতিল করা উচিত।

(খ) ক্ষমতা প্রয়োগ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার (কার্যধারার পর্যায়) জন্য নিষ্পত্তির সময় গুরুত্বপূর্ণ হবে।

১৭. পক্ষগুলির দ্বারা দাখিল করা যৌথ আবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি সুন্দর মীমাংসা এবং আপোষে পৌঁছেছে এবং অভিযোগকারী আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বড়বাজার থানা মামলা নং 362, 2017, তারিখ 07.09.2017, ভারতীয় দণ্ডবিধির 1860 ধারা 341/324/323/427/506/34 এবং 2017 সালের 31.10.2017 তারিখের বড়বাজার থানা চার্জশিট নং 295 এর অধীনে বর্তমান মামলাটি এগিয়ে নিতে চান না,

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৪১/৩২৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ এর অধীনে, যা বর্তমানে জি.আর. মামলা নং ১৫৫৪, ২০১৭ হিসাবে বিচারাধীন, কলকাতার ১৬তম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বাতিল করা হল।

১৮. নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে বর্তমান মামলার বিরোধ সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি পারিবারিক বিরোধ এবং এটি ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি এখন হলফনামায় সমঝোতা/নিষ্পত্তির মাধ্যমে তাদের পুরো বিরোধের সমাধান করেছে এবং এইভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী এবং অন্ধকার এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে প্রচণ্ড নিপীড়ন ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেবে এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করে তার প্রতি চরম অবিচার ঘটানো যেতে পারে। (জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কথায়)।

১৯. যেহেতু এই আদালত মনে করে যে, ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে, যা তাদের বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে মীমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য হবে এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিশ্চিত করার জন্য মামলার কার্যধারা বাতিল করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ বিরোধটি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

২০. তদনুসারে, ২০১৯ সালের সিআরআর ১০২২ সংশোধনী আবেদন অনুমোদিত।

২১. ২০১৭ সালের বড়বাজার থানার মামলা নং ৩৬২, ০৭.০৯.২০১৭ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৪১/৩২৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ এর অধীনে এবং বড়বাজার থানার চার্জশিট নং ২৯৫, ৩১.১০.২০১৭-এ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ৩৪১/৩২৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে, এখন ২০১৭ সালের জি.আর মামলা নং ১৫৫৪ হিসাবে বিচারাধীন, কলকাতার ১৬ তম আদালতের শিক্ষিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বাতিল।

২২. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৩. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৪. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

২৫. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal